দ্য বন্ড অব ফেইথ

মুসআদ হুসাইন মুহাম্মাদ

সম্পাদনা

হামদুল্লাহ লাবীব

আয়ান
প্রকাশন

দ্য বন্ড অব ফেইথ

মুসআদ হুসাইন মুহাম্মাদ

সম্পাদনা
হামদুল্লাহ লাবীব

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২১

বানান
ফেরদাউস মিক্বদাদ

গ্রন্থস্বত্ব
আয়ান টিম

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
দোকান নং : ১১৯, ১ম তলা, গিয়াস গার্ডেন
বুক্স কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৯৭২-৪৩০৯২৯, ০১৬৩২-৪৩০৯২৯

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ

মূল্য ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা মাত্র

নাজ SHOP

রকমারি, ওয়াফি-লাইফ, রুহামা শপ, রাইয়ান শপ, সিগনেচার অফ নূর, কলব শপ, আলাদা বই, উপকূল শপ, বই বাজার, ইসলামিক বইঘর, কিতাব ঘর, ঝিয়াদাহ, হাসানাত বুকশপ, মানজিল, ইখলাস শপ। আমেনা বুকশপ, আদ দ্বীন শপ, এহসান বুকশপ, আরসালান শপ, বই ভালোবাসি, ইয়াফি শপ,দুর্বার শপ, দুর্বিন শপ,কতকিছু.কম,ইসলামিক অনলাইন বই

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
সুন্দর চরিত্র : কুরআনের বাণী	১৩
সুন্দর চরিত্র : নবিজির বাণী	১৮
বন্ধু নির্বাচন	২১
আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের শর্ত	২৮
আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি	৩১
চিত্তাকর্ষক দুটি ঘটনা	৩৫
আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার কিছু দাবি	৩৯
সম্পদের মাঝে ভাইয়ের অধিকার:	
কিছু চিত্তাকর্ষক দৃশ্য	৪২
প্রয়োজন পূরণে অন্যকে প্রাধান দাও	৪৪
বিশ্বস্ত হও	৪৮
হজরত মূসা আলাইহিস সালাম :	
একজন শক্তিমান বিশ্বস্ত ন	৫২
বিরল দৃষ্টান্ত	৫৪
বিশ্বস্ততার প্রতিদান	৫৭
আশ্চর্য দান	৫৯
ফেরেশতা ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী	৬৩
মুবারকের বিয়ে	৬৫
বিশ্বস্ততা ও তার বিভিন্ন ক্ষেত্র	৭০
বিশ্বস্ততার মূল্য	৭৩
চুরি ও খিয়ানাত থেকে বেঁচে থাকো	৭৬

সত্যবাদী হও ৭৮
সততা : কুরআন ও হাদীসের বাণী ৭৯
যেখানে প্রকাশিত হবে তোমার সততা ৮২
নবিজিবন : সততার অনুপম প্রকাশ ৮৪
তোমার উচ্চারণেও আছে :
তোমার ভাইয়ের অধিকার ৮৮
ভুলগুলো ক্ষমা করো ৯১
কৃত্রিমতা পরিহার করো ৯৩
তার জন্য দুআ করো ৯৫
ভ্রাতৃত্বের শিষ্টাচার ৯৭
আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের উপকারিতা ১০৩

ভূমিকা

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أما بعد

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথার্থরূপে। আর তোমরা পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' [সূরা আলে ইমরান : ১০২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক সত্তা থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।' [

তিনি আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল। ফলশ্রুতিতে তিনি তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।' [সূরা আহযাব : ৭০-৭১]

প্রিয় পাঠক,

আল্লাহ আমাকে আপনাকে হেফাজত করুন। নিশ্চয় আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং তার দীনের স্বার্থে কারো সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একটি পুণ্যময় ইবাদাত। সর্বাধিক আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ ঈমানের পরিচায়ক। কেননা বান্দার ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন কারো প্রতি তার ভালোবাসা হয় কেবল আল্লাহর জন্য। তাতে থাকে না দুনিয়ার হীনস্বার্থ। আলেয়ার পিছুটান। সে ভালোবাসার ভিত্তি থাকে না অস্থায়ী কোন বস্তুর উপর। কেননা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, এতে থাকে না বস্তুগত কোন হেতু। তাদের মাঝে এ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে পারস্পরিক কার্যকারণ থাকে কেবল দুটি–এক. আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। দুই. আল্লাহর জন্যই পরস্পর পৃথক হওয়া। এ কারণেই প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إن أوثق عرى الإيمان ، الموالاة في الله ، والمعاداة في الله ، والحب في الله ، والبغض في الله

সুন্দর চরিত্র : কুরআনের বাণী

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ١٠٢

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথার্থরূপে এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।' [সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃজন করেছেন ও তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। যিনি তাদের দুজন হতে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নরনারী এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক; এবং তোমরা সতর্ক থাক আত্মীয়তার

> বন্ধনের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' [সূরা নিসা, ৪ : ১]

নিশ্চয় প্রত্যেক মুমিন এবং সৃষ্টিকুল স্রষ্টার কাছে প্রিয় হতে চায়। আর এজন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা-কোশেস অব্যাহত রাখে। তবে হ্যাঁ, তার এ প্রচেষ্টা কখনোই সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছবে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে সাজিয়ে নেয় নবিজির অনুপম চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে। আর নবিজির প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

> নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। [সূরা কালাম, ৬৮ : ৪]

আর এ কারণেই আমাদের সবার অবশ্য কর্তব্য হলো, নিজেদের মগজ ও মস্তিষ্কে নবিজির চারত্রিক দিকগুলো গেঁথে নেওয়া।

আরেকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, ইসলাম হল একটি চারিত্রিক আহ্বান। যার ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে, উত্তম চরিত্রের ওপর। সুতরাং চারিত্রিক ভূষণ ইসলামের ভিত্তি। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, সুন্দর চরিত্রের অপর নাম হলো দীনে ইসলাম। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

> 'নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য।' [সহীহ বুখারি, আদাবুল মুফরাদ : ২৭৩; মুসনাদু আহমদ : ৮৭২৯]

বন্ধু নির্বাচন

নেককার, আল্লাহওয়ালা, খোদাভীরু এবং পরহেজগার–এমন লোকদের সংস্পর্শ মানুষের জন্য কতইনা কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনে! আর কতইনা ক্ষতিকর–অসৎ, দুনিয়ামুখী-বস্তুবাদীদের সঙ্গ।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

> 'আর আপনি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখুন তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।' [সূরা কাহাফ : ২৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনু জারীর ত্বাবারি রহিমাহুল্লাহ এভাবে করেছেন, (ধৈর্যশীল রাখুন) হে মুহাম্মদ (নিজেকে) আপনার সাথ ীবর্গের সঙ্গে, (যারা তাদের রবকে ডাকে সকাল-সন্ধায়) তাদের তাসবীহ তাহমীদ তাহলীল দুআ ও তাদের নেক আমলের মাধ্যমে। (তারা চায়) এসবের মাধ্যমে (রবের সন্তুষ্টি) দুনিয়ার কিছু নয়।

হজরত আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إنَّما مثل الْجَلِيْس الصَّالِح وجلِيْس السُّوْء، كحامل المِسْك، ونافخ الكِيْر، فحامل المِسْك : إمَّا أن يُحْذِيك، وإمَّا أنْ تبتاع منْه، وإمَّا أنْ تجِد منْه رِيْحًا طيِّبةً، ونافخ الكِيْر: إمَّا أن يُحْرِق ثيابك ، وإمَّا أن تجِد منه رِيْحًا منْتِنةً

> 'সৎ সঙ্গী আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায় ! কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তার নিকট হতে পাবে দুর্গন্ধ।' [সহীহ বুখারি : ৫৫৩৪; সহীহ মুসলিম : ২৬২৮ : মুসনাদে আহমদ : ৪/২০৮]

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا تصاحبْ إلاَّ مؤْمنًا ولا يأكُلْ طعامك إلاَّ تقيٌّ

> 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতিত আর কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোক ভক্ষণ করে।' [সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৩২; জামে তিরমীযি : ২৩৯৫]

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الرَّجل على دِيْن خلِيْله، فلْينْظرْ أحدكم من يُخالل

> 'মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে।

বিশ্বস্ত হও

বিশ্বস্ততার অর্থ হচ্ছে সম্প্রীতির বন্ধনকে অটুট রাখা। দীর্ঘ করা। এই হৃদ্যতা আনুগত্যের মাধ্যমে বাড়বে না। রূঢ়তায় কমবেও না। এই হৃদ্যতা অটুট থাকবে মৃত্যুর পর অবধি। মৃত্যুর পর ভালোবাসা থাকবে তার সন্তান ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি। এর মাধ্যমে কামনা করবে আখিরাতের প্রতিদান।

আর যদি বন্ধুর মৃত্যুর পূর্বেই সম্পর্ক ছিন্ন কর, তাহলে তো তোমার আমল নষ্ট হলো। শ্রম পণ্ড হলো। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

رجلان تحابا في الله إجتمعا عليه وتفرقا عليه

> (কিয়ামাতের দিন আরশের ছায়াতলে জায়গা পাবে এমন দু'ব্যক্তি) যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। আল্লাহর জন্য একত্রিত হয়, আল্লাহর জনই পৃথক হয়। [সহীহ বুখারি : ১৪২৩; সহীহ মুসলিম : ১০৩১]

ইসলামের পূর্ব থেকেই নবিজি বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবিজি মানুষের সাথে যেমন বিশ্বস্ততা ও

সত্যবাদিতার আচরণ করতেন, তেমনি এ সম্পর্ক বজায় থাকত তাঁর রবের সাথেও। সুতরাং আমাদের জীবনকেও সাজিয়ে নিতে হবে এ মহৎ দুটি গুণে।

ইসলামের পূর্বে মক্কার লোকেরা নবিজিকে এ বিশ্বস্ততার গুণেই চিনত এবং নবিজির ওপর তারা নানা বিষয়ে নির্ভর করত। কারো কাছে কোনো মূল্যবান দ্রব্য থাকলে সেটা সে নবিজির কাছে গচ্ছিত রেখে তবেই নিশ্চিন্ত হত। আর নবিজিও সেগুলো নিজের কাছে পূর্ণ যত্ন নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এমনকি যখন মক্কাবাসীরা নবিজিকে অস্বীকার করল এবং তাঁকে দূরে ঠেলে দিল, তখনও তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত তাদের সম্পদের হেরফের করেননি। যখনই মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তার দ্রব্য ফেরত চেয়েছে, তাকে তার সম্পদ পাইপাই করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এক সময় মুসলমানদের ওপর মক্কার মূর্তিপূজক কাফেরদের অত্যাচার ভীষণ বেড়ে গেল। রাত নেই দিন নেই যখন যাকে পাচ্ছে মারছে, গালিগালাজ করছে, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রাখছে। এমনকি কাউকে উত্তপ্ত লাল টকটকে লোহার দণ্ড দিয়ে বুকে পিঠে ছেঁকা দিচ্ছে। শূলিতে চড়িয়ে হত্যাও করছে।

তারা নবিজিকে হত্যার চূড়ান্ত ছকও এঁকে ফেলেছিল। মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যের আশা করছিলেন। এক সময় আল্লাহর সাহায্য এসে গেল। আল্লাহ তাআলা নবিজিকে মদীনাতে হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। তখনও নবিজির কাছে এমন লোকদের সম্পদ গচ্ছিত ছিল, যারা ফন্দি এঁটেছিল তাঁকে হত্যার করার।

নবিজি মক্কা থেকে রাতেই বিদায় হবেন। কিন্তু তাঁর কাছে এখনও অনেক দ্রব্যাদি গচ্ছিত আছে। এগুলো কীভাবে মালিকের

বিশ্বস্ততার প্রতিদান

এক বাদশাহ বের হয়েছেন রাজ্যভ্রমণে। প্রজাদের হাল হাকীকত নিজ চোখে দেখার ইচ্ছা তার। চলতে চলতে বহু দূর চলে এসেছেন তিনি। তার শরীরে ক্লান্তি ভর করেছে। ক্ষুধা পেটের ভেতর প্রতিক্ষণ নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। তিনি একটি গাছের নিচে বসলেন জিরিয়ে নেওয়ার জন্য। ঝিরি ঝিরি বাতাস তার শরীর মন জুড়িয়ে দিচ্ছে। প্রাসাদের মখমল জড়ানো নরম তুলতুলে বিছানার চেয়ে গাছতলা তার কাছে মোটেও খারাপ লাগছে না। এই বরং ভালো। হা করে অনেকখানি লম্বা দম নেওয়া যায়। হরহর করে গলা দিয়ে নেমে যায় অনেক বাতাস । ছড়িয়ে পড়ে শিরা-উপশিরায়। আত্মাও বুঝি এভাবে শীতলতা পায়।

এমন সময় সেখান দিয়ে এক রাখাল তার মেষপাল নিয়ে যাচ্ছিল। রাখালের শক্ত-সুঠাম দেহ দেখেই বুঝা যাচ্ছিল গায়ে তার বেজায় শক্তি। বাদশাহ তাকে দেখেই থামতে বললেন। 'এই বালক! তোমার মেষগুলো দেখছি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আমার কাছে একটি বিক্রি করবে ?'

রাখাল বলল, 'আমি এগুলোর মালিক নই। আমি মালিক হলে তোমার যেটা মনে চায় আমি তোমাকে উপহার দিতাম !'

বিশ্বস্ততা ও তার বিভিন্ন ক্ষেত্র

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আমানতের ব্যাপারে যত্নশীল থাকতে আদেশ করেছেন। এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই যে, মানুষের গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার নামই আমানত। না, বরং আমানত তথা বিশ্বস্ততার আরও নানা ক্ষেত্র রয়েছে। এখন আমি সেসবের কিছু তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

এক

কারো গোপন কথা ও বিষয়, যা তুমি জানতে সেটা গোপন রাখা আমানত।

দুই

কেউ তোমাকে কোন একটি বার্তা কারো কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিল। সেটি কোন ধরণের কম-বেশ ছাড়া পৌঁছে দেয়া একটি আমানত।

তিন

ধরো তুমি কোথাও একটি বিষয় দেখেছো। এরপর কখনো

বিশ্বস্ততার মূল্য

বিশ্বস্ততার রয়েছে অনেক উপকার। যেমন

এক

বিশ্বস্ত মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা ভালবাসেন ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তেমনিভাবে মানুষের অন্তরে তার প্রীতি ঢেলে দেওয়া হয়।

দুই

বিশ্বস্ত মানুষ সবার আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়। সবাই তার সাথে নিঃসঙ্কোচে লেনদেন করে।

তিন

সমাজে বিশ্বস্ততার ব্যাপকতা থাকলে জনমনে স্বস্তি বিরাজ করে। পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও সংহতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

চার

সত্যবাদী হও

সততা। এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় গুণগুলোর একটি। আমাদের কর্তব্য হল, এ গুণটিকে আমাদের জীবনে অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবায়ন করা।

কতই না ভালো হবে, যখন একজন মুমিন সত্যবাদী হবে ! সে কখনোও মিথ্যা বলবে না। আর সে কেনইবা মিথ্যা বলবে, অথচ সে জানে, আল্লাহ তাআলা মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করেন না। তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবেন।

মুমিন কেন সত্যবাদী হবে না, অথচ তার জানা আছে, সত্যবাদী রহমানের বন্ধু। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন। তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাকে দান করেন সর্বোত্তম পুরস্কার; চিরসুখের জান্নাত। যেখানে জীবন চিরন্তন। বিলাস অনিঃশেষ। ভোগ অফুরান...।

প্রিয় রাসূল হলেন মুমিনের চেতনা ও আদর্শের বাতিঘর। সুতরাং কেন সে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করবে না ?

তাই প্রিয় বন্ধু ! এসো নিজের অস্তিত্বকে লীন করে দেই সততার গুণে।